মেহেরপুরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরস্বতী পূজা উদযাপন

মেহেরপুরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যথাযোগ্য মর্যাদা ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে বিদ্যার দেবী সরস্বতী পূজা উদযাপন করা হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার বেলা ১১টার দিকে মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, সরকারি উচ্চ বালক বিদ্যালয়, মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজসহ জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ উপলক্ষে পূজা ও ‘বাণী অর্চনা’ অনুষ্ঠিত হয়।

“আরো আলো আরো আলো, এই নয়নে প্রভু ঢালো” এই উক্তির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বিদ্যার দেবীর কাছে জ্ঞান ও আলোর প্রার্থনা জানান।

আলোচনায় বক্তারা বলেন, ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাঠশালায় প্রতি মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে ধোয়া চৌকির ওপর তালপাতার তাড়ি ও দোয়াত-কলম রেখে পূজা করার প্রথা ছিল। গ্রামাঞ্চলে এই প্রথা বিংশ শতাব্দীতেও প্রচলিত ছিল। ‘সরস্বতী’ শব্দের অর্থ জনবতী বা নদী অনেক পণ্ডিতের মতে দেবী সরস্বতী প্রথমে ছিলেন নদী, পরে তিনি জ্ঞান ও চেতনার দেবী হিসেবে পূজিত হন। মাঘ মাসের পঞ্চমী তিথিতে তাঁর পূজা হয়, যা বসন্তপঞ্চমী বা শ্রীপঞ্চমী নামেও পরিচিত।

মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজে মঙ্গল প্রদীপ জ্বেলে সরস্বতী পূজার উদ্বোধন করেন, কলেজের উপাধ্যক্ষ আবদুল্লাহ আল আমিন।

এ সময় বক্তব্য রাখেন, কলেজের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক রুপালি বিশ্বাস, শিক্ষার্থী পল্লবী কুন্ডু, ঐতিহ্য সাকারি ও অনিন্দিতা সরকার।

জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে আনন্দঘন পরিবেশে দিনব্যাপী পূজা ও সাংস্কৃতিক আয়োজন সম্পন্ন হয়।

আলমডাঙ্গায় রাষ্ট্রীয় শোকের মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বই বিতরণ

আলমডাঙ্গায় রাষ্ট্রীয় শোকের মধ্যে বছরের প্রথম দিনে নতুন বই বিতরণ করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় শোক কর্মসূচির কারণে কোনো ধরনের আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই আলমডাঙ্গা উপজেলার সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শতভাগ শিক্ষার্থীর হাতে ২০২৬ সালের বিনামূল্যের নতুন পাঠ্যবই তুলে দেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) সকাল ১০টার দিকে আলমডাঙ্গা প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত এ বই বিতরণ কর্মসূচিতে শত শত শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যে নতুন পাঠ্যবই তুলে দেওয়া হয়। পর্যায়ক্রমে কালিদাসপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বলরামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, জগন্নাথপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শ্রীরামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, চর শ্রীরামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং আসানগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বই বিতরণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এ সময় সহকারী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসাররা নিজ নিজ ক্লাস্টারে বই বিতরণ কার্যক্রম তদারকি করেন।

নতুন বছরের প্রথম দিনেই নতুন বই হাতে পেয়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণজুড়ে দেখা যায় শিক্ষার্থীদের আনন্দ, উচ্ছ্বাস ও প্রাণচাঞ্চল্য। রঙিন মলাটের নতুন বই পেয়ে শিক্ষার্থীরা জানায়, বছরের শুরুতেই পাঠ্যবই পাওয়ায় তারা পড়াশোনায় আরও মনোযোগী ও আগ্রহী হয়ে উঠবে।

বই বিতরণ করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার পান্না আক্তার। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) এ.এস.এম শাহনেওয়াজ মেহেদী, উপজেলা শিক্ষা অফিসার মোঃ আলাউদ্দিন, সহকারী শিক্ষা অফিসার রবিউল ইসলাম, মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হারিস উদ্দিন, আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নাসির উদ্দিন এটমসহ অন্যান্যরা।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার পান্না আক্তার বলেন, নতুন পাঠ্যবই শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জনের প্রথম ধাপ। নিয়মিত অধ্যয়ন ও নৈতিক

শিক্ষার মাধ্যমে নিজেদের আদর্শ ও যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার আহ্বান জানান তিনি।

এ সময় উপজেলা শিক্ষা অফিসার মোঃ আলাউদ্দিন শিক্ষার্থীদের নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, সময়ের সঠিক ব্যবহার ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমেই শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যতে সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হবে।

এছাড়াও বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকসহ অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বই বিতরণ কার্যক্রমে সহযোগিতা করেন এবং শিক্ষার্থীদের উৎসাহ প্রদান করেন।

বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানান, সরকারের নির্দেশনা ও জাতীয় শিক্ষাক্রম অনুযায়ী বছরের প্রথম দিনেই শিক্ষার্থীদের হাতে পাঠ্যবই পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এর ফলে শিক্ষা কার্যক্রম আরও গতিশীল ও কার্যকর হবে বলে তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

কুষ্টিয়ার পদ্মায় তীব্র ভাঙন: হুমকির মুখে বসতবাড়ি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মহাসড়ক

কুষ্টিয়ায় পদ্মায় আবারও ভয়াবহ ভাঙন দেখা দিয়েছে। জেলার মিরপুর উপজেলার বহলবাড়িয়া মির্জানগর এলাকায় পদ্মার পানি কমার সঙ্গে সঙ্গে ভাঙনও তীব্র হচ্ছে। ইতোমধ্যে তলিয়ে গেছে বৈদ্যুতিক টাওয়ার, ফসলি জমি। হুমকির মুখে পড়েছে বসতবাড়ি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কুষ্টিয়া-ঈশ্বরদী জাতীয় মহাসড়ক।

সম্প্রতি পানির তোড়ে হঠাতই তলিয়ে যায় জাতীয় গ্রিডের ২ নাম্বার বৈদ্যুতিক টাওয়ার। পানির তোড়ে তলিয়ে যাচ্ছে একরের পর একর ফসলি জমি। স্থানীয় মাদরাসা ও বসতবাড়িও হুমকির মুখে পড়েছে। মাস দেড়েক আগে আরও একটি বৈদ্যুতিক টাওয়ার তলিয়ে যায় পানির তোড়ে। অব্যাহত ভাঙনে চরম আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন ওই এলাকার হাজারো মানুষ।

মিরপুর উপজেলার বহলবাড়িয়া গ্রামের কৃষক ইসাহক জানান, ইতোমধ্যে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে বেশ কয়েক বিঘা জমি। বসতবাড়িই এখন সম্বল। যেভাবে ভাঙছে নদী তাতে শেষ সম্বল বসতবাড়ি যেকোনো সময় বিলীন হয়ে যাবে।

একই এলাকার সুমনা খাতুন জানান, সহায় সম্বল বলতে বাড়িটুকুই। জমি জায়গা যা ছিল তা আগেই নদী কেড়ে নিয়েছে। বাড়িটুকু হারালে পরিবার নিয়ে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবো।

বহলবাড়িয়া জামিউল মাদরাসার সহকারী শিক্ষক ফিরোজ আহমেদ জুয়েল জানান, মাদরাসার খুব কাছাকাছি চলে এসেছে পদ্মা নদী। যেভাবে ভাঙছে তাতে যেকোনো মুহূর্তে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যেতে পারে মাদরাসাটি। এনিয়ে চরম আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন বলেও জানান তিনি।

এদিকে, ভাঙন কবলিত এলাকা পরিদর্শনে যান বিআইডব্লিউটিএ ও কুষ্টিয়া পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তারা।

কুষ্টিয়া পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী রাশিদুর রহমান জানান, পদ্মায় পানি কমার সঙ্গে ভাঙনও তীব্র হচ্ছে। প্রাথমিক পর্যায়ে যেসব এলাকায় ভাঙন তীব্র হচ্ছে সেই এলাকায় ভাঙন রোধে জিও ব্যাগ ফেলানো হচ্ছে। তবে স্থায়ী বাঁধ নির্মাণে ইতোমধ্যে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। পানি কমলেই কাজ শুরু করা হবে।

গত এক সপ্তাহে মিরপুর উপজেলার সাহেব নগর, মির্জানগর, তালবাড়িয়া এলাকায় প্রায় ১০০ একর জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে।

আলমডাঙ্গায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীকরণ দাবীতে শিক্ষক পরিবারের মানববন্ধন

আলমডাঙ্গায় বৈষম্য দুরিকরনে মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীকরণ, জাতীয়করণের পুর্ব পর্যন্ত শিক্ষা প্রশাসনের বিভিন্ন পদে সরকারি স্কুলের শিক্ষকদের পদায়ন বন্ধ রাখা ও শিক্ষা

সংস্কার কমিশন গঠনের দাবীতে মানববন্ধন ও স্বরকলিপি পেশ করা হয়েছে।

গতকাল আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদের সামনের রাস্তায় মানববন্ধন পুর্ব আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন আলমডাঙ্গা উপজেলা একাডেমিক সুপার ভাইজার ইমরুল হক।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা শিক্ষা অফিসার জিয়াউল হক।তিনি বলেন সমগ্র বাংলাদেশে বেসরকারি স্কুলে যে ভাবে লেখাপড়া করান হয়, সেভাবে কিন্ত সরকারি স্কুলে হয় না, তারপরও এই সব শিক্ষকরা বৈষম্যের শিকার, আজ একই দিনে সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপি বেসরকারি স্কুল ও মাদ্রাসার শিক্ষক বৃন্দ মানব বন্ধন ও স্বারক লিপি প্রদান কর্মসুচি পালন করেছে। আমাদের পার্শবতি দেশ ভরতে শিক্ষকদের জাতীয়করন করা হয়েছে, আমাদের প্রতিটি স্কুলে যে ফিসের টাকা আদায় হয় এবং অন্যান্ন খাতে যে টাকা আয় হয় সেগুলো সরকারি ফান্ডে জমা করলে শিক্ষকদের দাবি পুরন করতে সরকারকে আলাদা টাকা খরচ করতে হবে না, যদি হয় তা যতসামান্ন। তাই শিক্ষক বৃন্দের দাবি সময়োপযোগী দাবি হিসেবে প্রধান উপদেষ্টা মহদয়কে মেনে নেওয়ার অনুরোধ করেন। প্রধান শিক্ষক আবু তৈয়বের উপস্থাপনায় বক্তব্য রাখেন প্রধান শিক্ষক আবুল কাশেম মোল্লা, প্রধান শিক্ষক আনোয়ার রশিদ সাগর, প্রধান শিক্ষক আব্বাস উদ্দিন, প্রধান শিক্ষক রফিকুল ইসলাম,প্রধান শিক্ষক নুরুল ইসলাম দিপু, প্রধান শিক্ষক আলহাজ্ব মনিরুজ্জামান, প্রধান শিক্ষক ফজলুল হক শামিম, মাদ্রাসার অধ্যক্ষ সিরাজুল ইসলাম, অধ্যক্ষ আব্দুল লতিফ, প্রধান শিক্ষক আবরদুল হামিদ, প্রধান শিক্ষক ফরিদুল ইসলাম, সহকারি শিক্ষক রহিদুল ইসলাম, সহকারি শিক্ষক বিপ্লব প্রমুখ।

মুজিবনগরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের দাবিতে মানববন্ধন

বৈষম্য দূরীকরণে মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ, জাতীয়করণের পূর্ব পর্যন্ত শিক্ষা প্রশাসনের বিভিন্ন পদে সরকারি- স্কুলের শিক্ষকদের পদায়ন বন্ধ রাখা ও শিক্ষা সংস্কার

কমিশন গঠনের দাবীতে মানববন্ধন করেছে মুজিবনগর উপজেলার মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষিকা বৃন্দ।
আজ মঙ্গলবার (২৪ সেপ্টেম্বর) সকাল ১১ টার সময় উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা পরিবারের আয়োজনে, কেদারগঞ্জ বাজারে মুজিবনগর সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় সামনে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।
আনন্দবাস মিয়া মুনসুর একাডেমির সহকারী শিক্ষক বায়েজিদ আহমেদের সঞ্চালনায়, মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন মুজিবনগর উপজেলা শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জহিরুল ইসলাম, শিবপুর দারুল কুরআন দাখিল মাদ্রাসার শিক্ষক ফিরাতুল ইসলাম নাঈম, বাগোয়ান মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ধর্মীয় শিক্ষক আনোয়ার হোসেন, দারিয়াপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আনোয়ারুল ইসলাম, জয়পুর-তারানগর মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রধান শিক্ষক আজিজুল হক, শিবপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুস সালাম।
এ সময় মুজিবনগর উপজেলার মাধ্যমিক পর্যায়ের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ২ শত শিক্ষক মানবন্ধনে অংশ নেয়।
মানববন্ধন শেষে মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের দাবি নিয়ে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খায়রুল ইসলামের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বরাবর একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন।

শিক্ষার্থীদের আগমনে প্রাণ ফিরেছে দর্শনার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে

কোটা সংস্কার আন্দোলনের কারণে প্রায় ১ মাস সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকার পর শিক্ষার্থীদের আগমনে প্রাণ ফিরেছে দর্শনার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে যেতে পেরে অনেক আনন্দিত। শিক্ষকরাও কর্মে যোগদান করায় আগের রুপে ফিরতে শুরু করছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলো।

শিক্ষার্থীরা জানায় কোটা সংস্কার আন্দোলনের কারণে প্রায় ১ মাস আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল। আমরা পড়াশোনায় কিছুটা পিছিয়ে পরেছি। আমাদের সিলেবাস কভার করবো কিভাবে চিন্তায় পরে

গিয়েছিলাম। সেই সাথে বাসায় বসে থাকতে থাকতে আমাদের বিরক্ত লাগছিল। বন্ধুদের সাথে দেখা করা ও খেলাধুলা ইত্যাদি সবকিছু থেকেই বঞ্চিত ছিলাম। আবার সামনে আমাদের এস,এসসি পরিক্ষা। গত রবিবার থেকে আমার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো খোলা হয়েছে।

এতে করে আমরা অনেক আনন্দিত তেমনি আমাদের সামনে যে পরিক্ষা আছে সেটার প্রস্তুতি নিতে পারবো। কোন অসুবিধা হলে আমরা শিক্ষকদের কাছ থেকে সব রকম পরামর্শ নিতে পারবো। এ বিষয়ে শিক্ষকরা জানান কোটা সংস্কার আন্দোলনের কারণে প্রায় ১ মাস সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল। এতে করে ছাত্র-ছাত্রীরা কিছুটা পিছিয়ে পরেছে। আমরা শিক্ষকরা চেষ্টা করব ছাত্র-ছাত্রীদের সকল বিষয়ে সহযোগিতা করার।

এখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার আবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। শিক্ষার্থীদের আগমনে প্রাণ ফিরেছে ক্লাস গুলোতে। আমরাও নিয়মিত ক্লাস নিতে পেরে আনন্দিত।

মেহেরপুরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শুভ সংঘের বৃক্ষ রোপন

বসুন্ধরা-শুভসংঘ মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে মেহেরপুরের কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিলে বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা রোপন করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টির মধ্যে শুভ সংঘের সদস্যরা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নিয়ে স্কুল প্রাঙ্গনে বাতাবি, পেয়ারা, দেশি আতা, কদমসহ বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা রোপন কর্মসূচী পালন করে। ধারাবাহিকভাবে মেহেরপুরের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গাছের চারা রোপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বৃক্ষরোপনকালে কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিলের প্রধান শিক্ষক সানজিদা খাতুন, সহকারী প্রধান শিক্ষক এনামুল হক, কালের কণ্ঠ মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি ইয়াদুল মোমিন, বসুন্ধরা শুভ মেহেরপুর জেলা শাখার

সভাপতি সহকারী অধ্যাপক নুরুল আহমেদ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আল ইকরাম সোহাগ, সহসভাপতি রফিকুল ইসলাম বকুল, সাংগঠনিক সম্পাদক আল মাসুম শেখ, কোষাধাক্ষ আসিফ ইকবাল শুভ, হাসানুজ্জামান, সদস্য আরিফুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

শুভসংঘের সভাপতি সহকারী অধ্যাপক নুর ইসলাম বলেন, ‘প্রাকৃতিক ভারসম্য রক্ষায় বৃক্ষরোপণের বিকল্প নেই। দেশের সর্ববৃহৎ শিল্প গোষ্ঠি বসুন্ধরা গ্রুপ সমাজের উন্নয়নে অনেক কর্মসূচি পালন করে থাকে। বসুন্ধরা-শুভ সংঘ অনেক সামাজিক কাজ করে থাকে, তারই অংশ হিসেবে আজকের এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি। অমরা মেহেরপুরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৃক্ষরোপণের চেষ্টা করব। আমি বসুন্ধরা গ্রুপ
- শুভসঙ্গ এবং এখানে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি’।

কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিলের সহকারী প্রধান শিক্ষক এনামুল হক বলেন, ‘বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির জন্য বসুন্ধরা-শুভসংঘর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। এ ধরনের কর্মসূচিতে তিনিও সম্পৃক্ত থাকতে চান।

প্রধান শিক্ষক সানজিদা ইসলাম বলেন, ‘বসুন্ধরা-শুভসংঘ আজ আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচির আয়োজন করেছে তার জন্য আমি খুবই আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ। আমরা সবাই জানি ববৃক্ষরোপণের বিকল্প নেই। এটি শুধু সামাজিক দায়বদ্ধতাই না, এটা এক ধরনের সদকায়ে জারিয়া। আমি আশা করছি শুভসংঘ ভবিষ্যতেও এধরনের কর্মসূচি অব্যহত রাখবে।’

মেহেরপুরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের দাবিতে মানববন্ধন

মেহেরপুরের বারাদীতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের দাবিতে মানব বন্ধন করেছেন বেসরকারি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত তিনটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ।

মেহেরপুর সদর উপজেলার বর্শিবাড়ীয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মোমিনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মোমিনপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের

শিক্ষক, শিক্ষিকা, কর্মচারী ও শিক্ষার্থীরা এই মানববন্ধনে অংশ নেন।

আজ সোমবার (৩১ জুলাই) দুপুর পৌনে বারোটার দিকে মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা সড়কের বারাদী বাজারের উপর এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মোমিনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক তৌহিদুল ইসলামের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে দাবী দাওয়া তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন, মোমিনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মেহেদী রেজা, সহকারি শিক্ষক তারেক মুসা, নাসিমা ইয়াসমীন, সালমা পারভীন, বর্শিবাড়ীয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক ইয়ামীন হাসান, আব্দুর সবুর প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, একই কারিকুলামে শিক্ষাদানসহ একই নিয়ম মেনে শিক্ষকতা করা হলেও সরকারী প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা বেতন ভাতা বেশি পান। এ ধরনের বৈষম্যতা দুরীকরণে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় করণের আবেদন জানানো হয়।

শিক্ষককরা, শিক্ষক-কর্মচারীদের অবসর গ্রহণের ৬ মাসের মধ্যে অবসর সুবিধা ও কল্যাণ ট্রাস্টের পাওনা পরিশোধসহ কয়েকদফা দাবি তুলে ধরেন তারা। ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের জাতীয় বাজেট পাশের পূর্বেই মাধ্যমিক শিক্ষা জাতীয়করণের ঘোষণা দেওয়ার অনুরোধ জানানো হয় মানববন্ধনে।

মেহেরপুরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাঝে আলমারি ও ফুটবল বিতরণ

মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্টীলের আলমারি ও বিভিন্ন ক্লাব ও বিদ্যালয়ে ফুটবল বিতরণ করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (১৮ জুলাই) সকালে সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে আনুষ্ঠানিকভাবে এই সব উপকরণ বিতরণ করেন সদর উপজেলা পরিষদের

চেয়ারম্যান অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সেলিম রেজা, ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক বাবুল আক্তার, সাবেক সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা, কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য রাজন, আবুল কাশেম, গোলাম মোস্তফাসহ বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, ক্লাবের সভাপতি সাধারণ সম্পাদকসহ স্থানীয় আওয়ামীলীগ নেতৃবৃন্দ।

উল্লেখ্য, কুতুবপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকার ৭ টি বিদ্যালয়ে ৭ টি স্টীলের আলমারি ও বিভিন্ন ক্লাব ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১৮১ টি ফুটবল বিতরণ করা হয়েছে।